

Chittagong Hill Tracts Commission

বরাবর

তারিখ: ৯ মার্চ ২০১৭

মি: বীর বাহাদুর উশৈসিং এম.পি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: মন্ত্রিসভায় খসড়া 'স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭' এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ভূমি অধিগ্রহণ রেগুলেশন ১৯৫৮ সংশোধনক্রমে অধিগ্রহণকৃত ভূমির বর্ধিত মূল্য প্রদানের বিধানের উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন প্রসঙ্গে।

জনাব,

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন।

বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন জানতে পারে যে, গত ৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭' এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমরা আরও জেনেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন হওয়ায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য প্রণীত উক্ত আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে না, এই মর্মে সম্পূর্ণ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশ বলে আমরা জেনেছি। আমরা সরকার, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উল্লেখিত 'স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭' এ ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০০ গুণ করা হয়েছে। এটা একটি অত্যন্ত সমরোপযোগী ও জনমুখী উদ্যোগ বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করছে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মতো এ জনমুখী নীতির সুফল ভোগের প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত হবেন। এক্ষেত্রে শুধু দরকার **Chittagong Hill Tracts Land Acquisition Regulation 1958** এর সংশোধন। উক্ত আইনের ৪(২) ধারায় উল্লেখিত 'fifteen per centum' স্থলে 'two hundred per centum' শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিকরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সমানহারে ক্ষতিপূরণ লাভ করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের জন্য একটি অভিন্ন ভূমি অধিগ্রহণ আইন প্রণীত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাছাড়া অভিন্ন ভূমি অধিগ্রহণ আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮, পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ ও সংশোধিত পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ সালের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

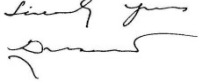
Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou

Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myra Cunningham Kain,
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

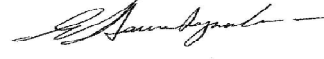
Chittagong Hill Tracts Commission

তাই সরকার যদি আগামীতে কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ভূমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করতে যায় সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিকে বিবেচনায় নিয়ে এবং সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীসহ সকল অংশীজনদের মতামত ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকারের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন অনুরোধ জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ,



সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপার্সন



এলসা স্টামাতোপোলৌ
কো-চেয়ারপার্সন

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, মিনা কানিংহাম কেইন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের উপদেষ্টাবৃন্দ: ইয়েনেকি এরেষু, টম এক্সিলসন, ড. মেঘনা গুঠাকুরতা।

সদয় অবগতি:

১. ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা।
২. মাননীয় সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৩. মাননীয় সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৪. মাননীয় সচিব, আইন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।